ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪৪ ● কলকাতা ● ০৩ পৌষ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

'নোংরা' প্রশ্নের জবাবে ভক্তকে চমকে দিলেন শাহরুখ

পৃঃ ৫

আইপিএল: আবার কলকাতার অধিনায়ক আয়ার

পৃঃ ৬

পাঁচামির ব্যাসাল্ট বিক্রি করে

৫ হাজার কোটি ঘরে তুলতে উদ্যোগী নবান্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যে ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের শিল্পনীতির অন্যতম বড় উদাহরণ হয়ে উঠতে চলেছে বীরভূম জেলার সিউড়ি সদর মহকুমার মহম্মদবাজারের ঢেউচা-পাঁচামির কয়লা খনি শিল্প প্রকল্প। কেননা মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো এখানে জমির দাম, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ এবং চাকরি পাচ্ছেন জমিদাতারা। তবে এই শিল্প গড়ে ওঠার পথে নজর কাড়ছে রাজ্য সরকারের পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের প্যাকেজ। মুখ্যমন্ত্রী সরকারিভাবে এলাকার জমিদাতা বাসিন্দাদের জন্য মানবিক প্যাকেজের ঘোষণা করেন। এরপর জেলা প্রশাসন সহমতের ভিত্তিতে এলাকায় গিয়ে মানুষদের সঙ্গে কথা বলে জমি কেনার কাজ শুরু করে। শুরুতে কোথাও কোথাও কয়লাখনি বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। কিন্তু প্রশাসন জোরপূর্বক জমি নেওয়ার পথে না হেঁটে সহমতের ভিত্তিতে আলোচনা চালিয়ে যায়। জমিদাতাদের জমি রেজিস্ট্রেশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেক তুলে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে প্রায় এক হাজার জনের বেশি জমিদাতাদের জুনিয়র পুলিসের কনস্টেবল ও গ্রুপ ডি পদে চাকরিতে যোগদান করানো হয়েছে। এরপর থেকেই বদলাতে শুরু করে গোটা এলাকার চিত্র। বাম সরকার যে শিল্পনীতিতে হেঁটেছিল, এই সরকার ঠিক তার বিপরীতে হাঁটছে। এলাকার বাসিন্দাদের জন্য

এরপর ৩ পাতায়

সংসদকাণ্ডের তদন্তে ললিতের বাগুইআটির বাড়িতে তদন্তকারীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্মোককাণ্ডের তদন্তে ইকো পার্ক থানায় দিল্লি পুলিশের স্পেশাল টিম। গতকাল বাড়ির চাবি না থাকায় ললিত ঝা-র রবীন্দ্র সরণির বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পারেননি তদন্তকারীরা। ললিত ঝা-র পরিচিত ৪ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ, সংগ্রহ করা হয়েছে একাধিক তথ্য। ললিত ঝা-র পরিবার ও পরিচিতদের সঙ্গে আজ কথা বলতে পারেন তদন্তকারীরা। মূলত স্মোককাণ্ডে ৬ রাজ্যে তদন্তে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। রাজস্থান, হরিয়ানা, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা ও মহারাষ্ট্রে স্পেশাল সেল। এছাড়া তদন্তে আরও ৫০টি দল গড়া হয়েছে। আলাদা আলাদাভাবে অভিযুক্তদের ব্যাঙ্কের নথি পরীক্ষার কাজ চলছে। অভিযুক্ত নীলমের হরিয়ানার জিন্দের বাড়ি থেকে পুরনো ডায়েরি ও কিছু বই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিন্দে নীলমের বাড়িতে হানা দিয়েছিল স্পেশাল সেলের ৮ জনের বিশেষ টিম। ললিতের বাগুইআটির বাড়িতেও গেলেন তদন্তকারীরা।

প্রসঙ্গত, সংসদে স্মোক ক্যান নিয়ে তাণ্ডবের ঘটনায় ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে বাংলার যোগ। ওই ঘটনায় অন্যতম সন্দেহভাজন ললিত ঝা ভাড়া থাকতেন বড়বাজারে। টিভিতে সংসদে স্মোক বম্ব নিয়ে তাণ্ডবের খবর দেখে তাঁকে শনাক্ত করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। যে বাড়িতে ভাড়া থাকতেন সেটির ঠিকানা ২১৮, রবীন্দ্র সরণী। এই বাড়িতেই একতলার একটি ঘরে ভাড়া থাকতেন তিনি। যখন ছিলেন তখন স্থানীয় কিছু বাচ্চাকে পড়াতেন ললিত, তারপর বছর দেড়েক আগে হঠাত চলে যান। এখন সেই দরজায় তালা বন্ধ করা হয়েছে।স্থানীয় এক বাসিন্দা নীলেশ বলেন, 'এখানে কোণার একটা ঘরে থাকত। ওই ঘরে পড়াত ওই ছেলেটা। বাচ্চারা আসত দেখতাম, বই নিয়ে আসত। জোরে পড়ত শুনতে পেতাম- তাই বুঝেছিলাম যে পড়ান।' কিন্তু ললিত একা থাকতেন কিনা, কারও সঙ্গে কথা বলতেন কিনা তা অবশ্য বলতে পারেননি ওই বাসিন্দা। এবিপি-র প্রতিনিধি ওই ব্যক্তিকে ললিতের ছবি দেখানোর পর এক দেখাতেই ললিতকে শনাক্ত করেন ওই ব্যক্তি। ওই ললিতই এখানে ছিলেন বলে জানান তিনি।এখানে ভাড়া থাকতেন ললিত ঝা । কিন্তু কীভাবে ভাড়া পেলেন তিনি? কারণ এই বাড়ির মালিক এখন দিল্লিতে

এরপর ৩ পাতায়

গীতাপাঠে খরচ ৫ কোটি!

রবিবার ব্রিগেড ১৪৮ ফুটের মঞ্চে ধর্মপাঠ করবেন মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৪ ডিসেম্বর গীতা জয়ন্তীতে গীতাপাঠের আসর বসছে ব্রিগেডে। অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদ, সংস্কৃতি সংসদ ও মতিলাল ভারত তীর্থ সেবা মিশন আশ্রমের মতো একাধিক সংগঠন যৌথভাবে এই আয়োজন করেছে।এদিকে প্রধানমন্ত্রীর সফর শেষ মুহূর্তে কিছুটা কাটছাঁট হওয়ায় ২৩৭টি শ্লোকের পরিবর্তে ১৫৯টি শ্লোক পাঠ করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। মোদী নিজে গীতার একটি অধ্যায় পাঠ করবেন বলেও জানা গেছে।ধর্মপাঠের আসর ঘিরে ইতিমধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে।তৈরি হচ্ছে মোট তিনটি মঞ্চ। মূল মঞ্চটি হবে ৯৬ ফুট চওড়া এবং ৪০ ফুট লম্বা। মূল মঞ্চের পিছনে থাকবে প্রধানমন্ত্রীর অফিস। মূল মঞ্চের বাঁ দিকে এবং ডান দিকে থাকবে আরও দুটি মঞ্চ। সবমিলিয়ে পুরো মঞ্চ হবে ১৪৮ ফুটের।

উদ্যোক্তাদের দাবি, এক লক্ষেরও বেশি মানুষ ওই দিন সমবেতভাবে অংশ নেবেন গীতাপাঠে। উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ আরও অনেকে। থাকবেন বহু সাধু-সন্তও। হাজির থাকার কথা স্কুল পড়ুয়াদেরও।সূত্রের খবর, গীতাপাঠের আয়োজনের জন্য প্রাথমিকভাবে খরচ ধরা হয়েছে পাঁচ কোটি টাকা। উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রী সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন। তাই

এরপর ৩ পাতায়

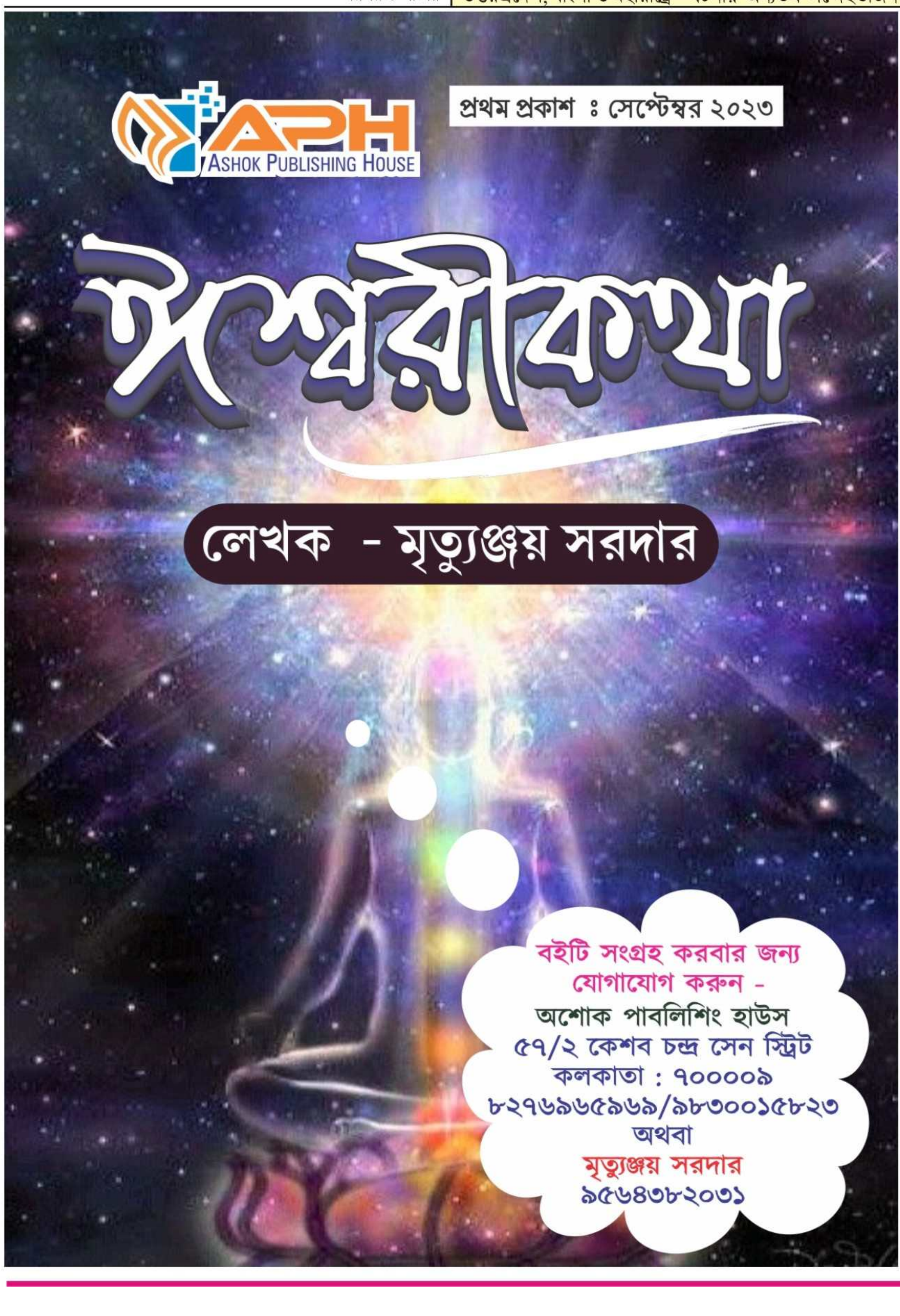

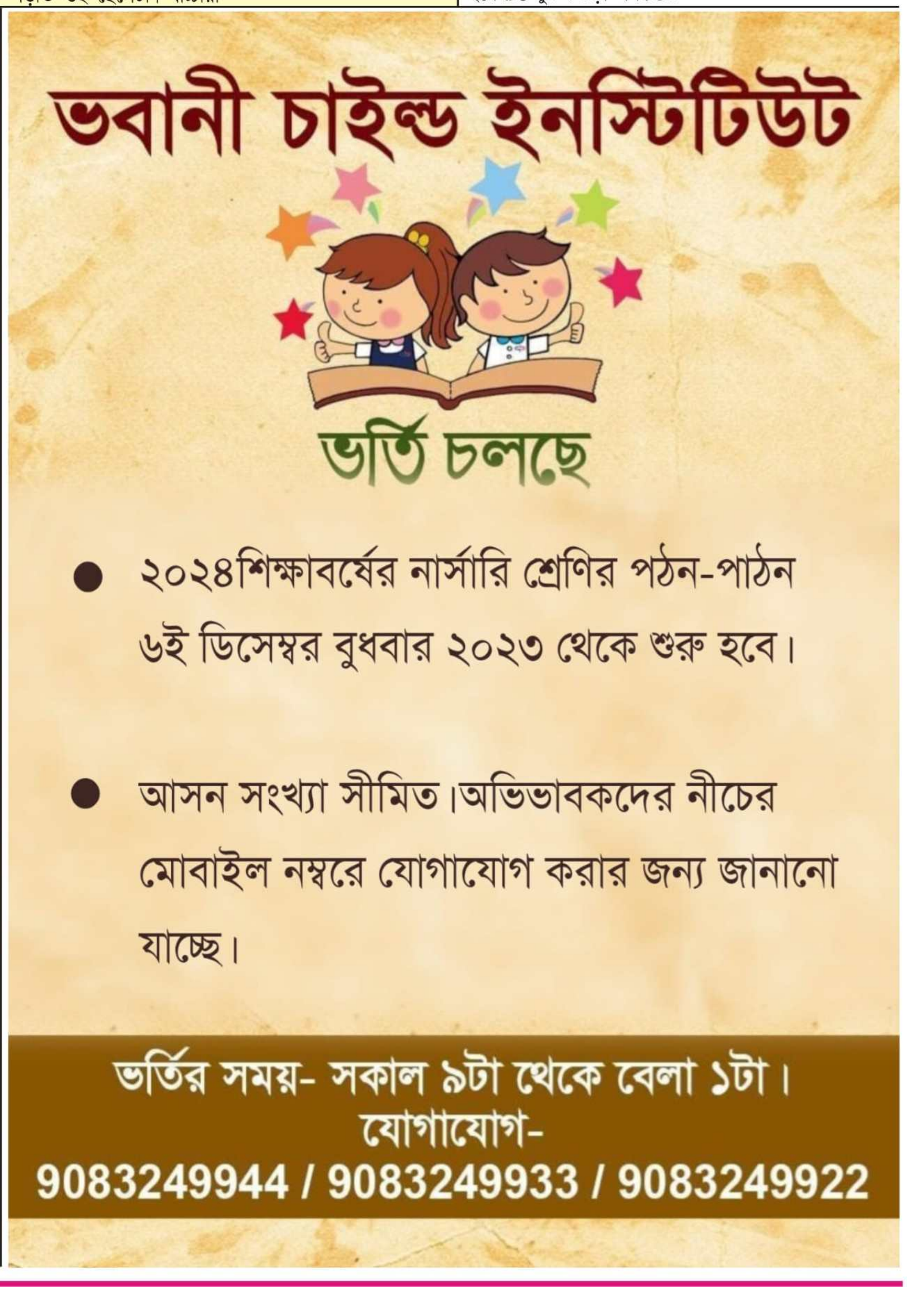

একা বাকিবুরের 'পকেটে'ই

১০০০ কোটি, চমকে দেওয়ার মতো রিপোর্ট ইডি-র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতির বহর থেকে ইডি-র এক আইনজীবী বলেছিলেন, পেঁয়াজের খোসার পর মামলার পরতে পরতে নতুন তথ্য বেরিয়ে আসবে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বান্ধবী অর্পিতার বাড়ি থেকে ৫০ কোটি উদ্ধার হওয়ার পর চোখ কপালে উঠেছিল রাজ্যবাসীর। তবে সেই অঙ্ককে অনায়াসে টেক্কা দিচ্ছে রেশন দুর্নীতি। এই দুর্নীতির বহর যে কোথায় গিয়ে থামবে, সেটা বুঝে উঠতে পারছেন না গোয়েন্দারা। আগামিদিনে এই দুর্নীতিতে টাকার অঙ্ক আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু বাকিবুরের সংস্থাই তো নয়, আরও একাধিক সংস্থার মাধ্যমে এমন দুর্নীতি হয়েছে বলে অনুমান গোয়েন্দাদের। সে ক্ষেত্রে বালু একাই কি দুর্নীতির লভ্যাংশ পেয়েছেন, নাকি আরও কোনও প্রভাবশালী পকেটে পুরেছেন, সেটাই খতিয়ে দেখছে ইডি।টাকার অঙ্কেশূন্য বাড়ছে ক্রমশ। সেই দুর্নীতির পুরো হিসেব এখনও কষে উঠতে পারেনি ইডি। তবে এই দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের পকেটে কত ঢুকেছে, সেই রিপোর্ট পাঠানো হল দিল্লিতে।

ইডি সূত্রে খবর, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সংস্থা বাকিবুরকে নিয়ে দিল্লিতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, রেশন দুর্নীতিতে গত ১০ বছরে বাকিবুর একাই কামিয়েছেন ১০০০ কোটি টাকা। গত ১০ বছরে এই টাকা কামিয়েছেন বলে অভিযোগ। দিল্লিতে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছে, তাতে এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কার্যত বিস্ফোরক তথ্য উল্লেখ রয়েছে।রেশন দুর্নীতি একটি চার্জশিট পেশ করা হয়েছে, যেখানে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ধান কেনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ৪৫০ কোটি টাকা আত্মসাত করা হয়েছে বাকিবুরের সংস্থার মাধয়মে। এছাড়া রেশন বন্টনের ক্ষেত্রে যেভাবে ২৫ শতাংশ করে বরাদ্দ কম দেওয়া হত ও নিম্নমানের খাদ্যশস্য দেওয়া হত, তাতেও বাকিবুর লাভ করেছে বড়সড়। ইডি হিসেব করে দেখেছে সব মিলিয়ে ১০০০ কোটি টাকা (১০ বিলিয়ন) বাকিবুরের সংস্থাই আত্মসাত করেছে।

দিল্লি পৌঁছতে না পৌঁছতেই

কেন কলকাতা ফিরছেন সুকান্ত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সোমবার রাত সাড়ে ১০টার বিমানে দিল্লি গিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত সংসদের অধিবেশনে তাঁর থাকার কথা। কিন্তু আচমকাই শহরে ফিরে আসছেন সুকান্ত। সোমবার মধ্যরাত পার করে দিল্লিতে পৌঁছেছিলেন। আর মঙ্গলবার সন্ধ্যার বিমানেই কলকাতা ফিরছেন।প্রসঙ্গত, বুধবার দিল্লিতে মোদীর সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সঙ্গে তৃণমূলের কয়েক জন সাংসদও থাকবেন। ঠিক সেই দিনেই দলের জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে রাজভবন ও নবান্নে বাংলার অনেক মানুষকে কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে অভিযোগ তুলে স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার ঘোষণা করেছেন শুভেন্দু। তবে লোকসভায় অধিবেশন চলায় এই কর্মসূচিতে বেশির ভাগ সাংসদই যোগ দিতে পারবেন না। সুকান্ত কলকাতায় ফিরলেও বুধবারের কর্মসূচিতে তিনি থাকবেন কি না তা এখনও নিশ্চিত নয়।কেন এই জরুরি ফিরে আসা সে বিষয়ে বিজেপির তরফে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, মঙ্গলবার রাতেই শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠকে বসতে পারেন সুকান্ত। ওই বৈঠকে সাংগঠনিক দায়িত্বপ্রাপ্তদের পাশাপাশি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও থাকতে

এরপর ৩ পাতায়

হুইবক্স ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪,

"কাজের ভবিষ্যৎ, দক্ষতা এবং গতিশীলতার উপর এআই -এর প্রভাব" উন্মোচন করলো

- প্রতিবেদনে ২০২৬ সালের মধ্যে এআই পেশাদারদের চাহিদা ১০ লাখে পৌঁছানোর অনুমান করা হয়েছে
- এআই প্রবণতার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য একাডেমিয়া-শিল্প-সরকার সহযোগিতার বিষয়ে সক্রিয় অন্তর্দৃষ্টি
- হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কেরালা এবং তেলেঙ্গানায় উচ্চ কর্মসংস্থানের জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক যুবক রয়েছে।
- ৩.৮৮ লক্ষ অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন এবং ১৫২টি কর্পোরেশনের অন্তর্দৃষ্টির উপর ভিত্তি করে প্রতিবেদন

Kolkata, December 19, 2024: নিউজ সারাদিন : হুইবক্স, নেতৃস্থানীয় দূরবর্তী প্রক্টরেড মূল্যায়ন এবং পরামর্শক সংস্থা, আজ 'ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪' প্রকাশ করেছে, যা দেশের কর্মশক্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) রূপান্তরমূলক প্রভাবকে তুলে ধরেছে। এর থিম ছিল, "কাজের ভবিষ্যৎ, দক্ষতা এবং গতিশীলতার উপর এআই এর প্রভাব।" এই একাদশ সংস্করণটি এআই সেক্টরে ভারতের নেতৃত্বের উপর ভিত্তি করে মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কে হাইলাইট করে। এটি ৩.৮৮ লক্ষ অংশগ্রহণকারী এবং ১৫২টি কর্পোরেশনের অন্তর্দৃষ্টি সহ ব্যাপক হুইবক্স ন্যাশনাল এমপ্লয়িবিলিটি টেস্ট (ডাবলুএনইটি) এর উপর ভিত্তি করে তৈরি।

ব্যাপকভাবে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ প্রতিবেদনটি দেখায় যে ভারত এআই দক্ষতা অনুপ্রবেশ এবং প্রতিভা কেন্দ্রীকরণ এর বিশ্বব্যাপী নেতৃত্বের অবস্থান নিয়ে গর্ব করে। তারা ৩.০৯ এর একটি চিত্তাকর্ষক স্কোর অর্জন করেছেন। ২০২৩ সালের আগস্টের মধ্যে ৪.১৬ লাখ এআই পেশাদারদের একটি ইনস্টলড ট্যালেন্ট বেস সহ, দেশের প্রায় ৬.২৯ লাখের বর্তমান চাহিদা মেটাতে প্রস্তুত। এই সংখ্যা ২০২৬ সালের মধ্যে ১০ লাখে উন্নীত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারতের স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪-এ ডাবলুএনইটি কর্মসংস্থান সমীক্ষা দেশের কর্মক্ষম যুবকদের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রবণতা এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তনগুলি প্রকাশ করে, যা তাদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশাগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। ভারতের সামগ্রিক যুব কর্মসংস্থান গত বছরের তুলনায় ৫১.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃহৎ ট্যালেন্ট পুল সহ রাজ্যগুলির মধ্যে, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, কেরালা এবং তেলেঙ্গানায় উচচ কর্মসংস্থানযোগ্য যুবকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বিশেষ করে, ডাবলুএনইটি-এ ৭৬.৪৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী ৬০ শতাংশ বা তার বেশি স্কোর করে হরিয়ানা এগিয়ে রয়েছে। ২২ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যে, উত্তরপ্রদেশ ৭৪.৭৭ শতাংশের সাথে সর্বোচ্চ প্রতিভা ঘনত্বের সাথে শীর্ষে এবং মহারাষ্ট্র ৭১.৯৭ শতাংশের সাথে অনুসরণ করেছে। উপরন্তু, শীর্ষ ১০টি শহরে এই বয়সের মধ্যে সামগ্রিক কর্মসংস্থানের হার ৬৩.৫৮ শতাংশ। এই ফলাফলগুলি ভারতে কর্মসংস্থানের ল্যান্ডস্কেপ কে প্রভাবিত করে এমন আঞ্চলিক বৈচিত্র এবং জনসংখ্যার কারণগুলোকে আন্ডারলাইন করে।

মিঃ নির্মল সিং, ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্টের চিফ কনভেনর এবং হুইবক্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও-এর মতে, "আজ যখন আমরা ইন্ডিয়া স্কিল রিপোর্ট ২০২৪ উন্মোচন করছি, আমি আমাদের দেশের এআই-এর এই অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ অন্বেষণে অবদান রাখা সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। ল্যান্ডস্কেপ বৈশ্বিক এআই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভারতের সম্ভাবনা স্পষ্টভাবে আমরা যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছি, তার সাথে স্পন্দনশীল আইটি ল্যান্ডস্কেপ যা আমাদেরকে সংজ্ঞায়িত করে। এই রূপান্তরমূলক যাত্রায় নেভিগেট করার জন্য অন্তর্ভুক্তির উপর মনোযোগ দিয়ে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা প্রয়োজন। সরকারী সংস্থা, ব্যবসা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, যা আমাদের ডিজিটাল পরিকাঠামো তে সফল তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং অগ্রগতির সাক্ষী।"

তিনি আরও বলেন, "এআই-তে বিনিয়োগ প্রযুক্তির বাইরেও প্রসারিত; এটি আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রতীক। আইটি এবং ব্যবসায় বিদেশী বিনিয়োগের প্রতি ভারতের আকর্ষণ আমাদের আগামী দিনের ডিজিটাল স্বপ্নকে অনুপ্রাণিত করে। এআই বিপ্লব হল একটি জনগণ-প্রথম অর্থনীতি গঠন, উদ্ভাবনে নেতৃত্ব দেওয়া এবং ভবিষ্যতের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আমাদের আহ্বান, যেখানে প্রযুক্তি এবং মানবতা সুরেলা ভাবে সহাবস্থান করে। এআই-চালিত অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি এআই টাস্ক ফোর্স এবং এনআইটিআই আয়োগের 'ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর এআই'-এর মতো সক্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে স্পষ্ট।"

মিঃ শচীন জৈন ইটিএস ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার কান্ট্রি ম্যানেজার বলেন, "প্রযুক্তির এত দ্রুত বিকাশের সাথে, বিজ্ঞান শিক্ষার আসল পার্থক্য হল কীভাবে এটি ব্যক্তিগতকরণ, বিশ্লেষণ, স্বজ্ঞাত ব্যাখ্যা এবং কর্মযোগ্য অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে প্রয়োগ এবং উন্নত করা হয় যা এআই ছাড়া অর্জন করা যায় না। বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে বড় মূল্যায়ন সংস্থা হিসেবে, ইটিএস ইন্ডিয়া স্কিল রিপোর্ট ২০২৪-এ এআই-তে ফোকাস করতে আগ্রহী।"

লঞ্চের সময়, মিঃ দেবাশীষ শর্মা এঞধমমফ-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সিইও এবং আইএসআর -এর নলেজ পার্টনার বলেন, "বছর ২০২৪ আরও বেশি সংখ্যক কোম্পানি গুলোকে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগে বিনিয়োগ করতে দেখা যাবে। বিভিন্ন বিভাগ জুড়ে নতুন ভূমিকাএ যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে শিল্প জুড়ে নিয়োগের আদেশে আমরা কোম্পানিগুলোকে প্রারম্ভিক ক্যারিয়ার প্রোগ্রামগুলিতে বিনিয়োগ করতে দেখব। ছয়টি নিয়োগের মধ্যে প্রায় একজন প্রাথমিক কেরিয়ার বিভাগে থাকবে।"

ইন্ডিয়া স্কিলস রিপোর্ট ২০২৪ ভারতের যুবকদের কর্মসংস্থানের মূল্যায়ন করার জন্য দক্ষতার উদ্যোগের বাইরে গিয়ে একটি এআই-চালিত ভবিষ্যতের জন্য শিল্পের প্রস্তুতির উপর জোর দেয়। প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব কে প্রধান ফোকাস ক্ষেত্রগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, পেশাদার বিকাশের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনগুলি কে হাইলাইট করে।

গীতা পাঠের জন্য টেট পিছাচ্ছে না - জানালো আদালত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আগামী ২৪ ডিসেম্বর এক লক্ষ মানুষের সমবেত কণ্ঠে গীতাপাঠ। আর সেখানে উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী আমান্ত্রিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আবার ওই দিনই আসে টেট পরীক্ষা। গত ১০ ডিসেম্বর হওয়ার কথা ছিল প্রাথমিক টেট। কিন্তু অনিবার্য কারণ দেখিয়ে তা পিছিয়ে ২৪ ডিসেম্বর করে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। আগে থেকেই ওই দিন কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে গীতাপাঠের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। সেদিনই টেট ঘোষণা করায় পথে অনেকে নাকাল হতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়ায়। বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। টেট পিছিয়ে দেওয়ার আবেদন করেন তিনি। কিন্তু উভয় পক্ষের আইনজীবীদের কথা শুনে আদালত বলে, টেট পিছিয়ে দেওয়া যাবে না।

দিলীপবাবুর দাবি ছিল, টেট ও গীতাপাঠের অনুষ্ঠান একই দিনে হলে ২ পক্ষকেই ভোগান্তির শিকার হতে হবে। এদিন আদালতে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের আইনজীবী জানান। টেট পিছনোর কোনও কারণ নেই। সারা রাজ্যে ৭৭৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষা পিছিয়ে দিলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে পরীক্ষার্থী ও পর্ষদকে। সব শোনার পরে প্রধান বিচারপতি বলেন, গীতাপাঠের অনুষ্ঠানের প্রভাব কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও পড়ার সম্ভাবনা নেই। যদি কোনো পরীক্ষার্থী অসুবিধায় পরে তাহলে পুলিশ দায়িত্ব নিয়ে তাদের পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেবে।

নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অপরাধে মঙ্গলবার ঝাড়্গ্রাম আদালত

এক ব্যক্তিকে ২১ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল

অরূপ ঘোষ, ঝাড়্গ্রাম : নিউজ সারাদিন : নিকট আত্মীয় তার উপর প্রাইভেট টিউটর হওয়ার সুযোগ নিয়ে এক ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করার অপরাধে মঙ্গলবার ঝাড়্গ্রাম আদালত এক ব্যক্তিকে ২১ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল। এই মামলায় পুলিশ ১ মাস সাত দিনের মধ্যে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছেন। সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম মদনমোহন দাস।বাড়ি সাঁকরাইল থানার মহুলবনি গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মহুলবনি গ্রামের মদনমোহন দাস পেশায় প্রাইভেট টিউটর। ওই গ্রামের এক নাবালিকা তার নিকট আত্মীয়।সেই মেয়েটি তার বাড়িতে পড়তে যেত।সেই সুযোগ নিয়ে মদনমোহন মেয়েটিকে ভয় দেখিয়ে জোর পূর্বক ধর্ষন করে এবং তাকে হুমকি দেয়। এরপর মেয়েটি ধর্ষণের জেরে অন্তস্বত্বা হয়ে পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়। তারপরই মেয়েটির পরিবারের পক্ষ থেকে ২৪.১২.২২ সাঁকরাইল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পকসো ধরায় মামলা রুজু হয়। চার জানুয়ারি ২০২৩ অভিযুক্ত মদনমোহনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ৩১.০১.২৩ তারিখ পুলিশ চার্জশিট দাখিল করে আদালতে। এই মামলায় মোট কুড়ি জনের সাক্ষ্য গ্রহন করা হয়। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রামের দ্বিতীয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় এডিজে ২ সাজা ঘোষণা করেন। ২১ বছরের কারাদন্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। হুমকি দেওয়ার মামলায় এক হাজার টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ে পাঁচদিন জেল হাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এছাড়া ধর্ষনের শিকার নাবালিকাকে তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরনের নির্দেশ দেয় আদালত। এই প্রসঙ্গে সরকারি আইনজীবী তপন কুমার চৌধুরী জানান সাঁকরাইল ব্লকের মহুলবনী গ্রামের এক প্রাইভেট টিউটর তেরো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগে ২১ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

গীতাপাঠে খরচ ৫ কোটি! রবিবার ব্রিগেড ১৪৮ ফুটের মঞ্চে ধর্মপাঠ করবেন মোদী

আঁটসাঁট নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বাইরে থেকে যাঁরা আগের দিন পৌঁছবেন তাঁদের বিভিন্ন মঠ, মন্দির ও ব্রিগেডে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানস্থলে নিয়ে আসা ও যাওয়ার জন্য ২৫০টি বাস ও লরির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এছাড়াও ১৩টি বিশেষ ট্রেন চালানোর জন্যও রেল দফতরের কাছে উদ্যোক্তারা আবেদন জানিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

১-ম পাতার পর

পাঁচামির ব্যাসাল্ট বিক্রি করে ৫ হাজার কোটি ঘরে তুলতে উদ্যোগী নবান্ন

শিল্প, এই ধারণা তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সরকার। সেই শিল্পনীতির বড় উদাহরণ হয়ে থাকবে ঢেউচা-পাঁচামির কয়লাখনি প্রকল্প।কথা দিয়ে কথা রাখার উদাহরণ হয়ে উঠেছে ঢেউচা-পাঁচামি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন সেই পুনর্বাসন প্যাকেজ। আর সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন চোখের সামনে দেখতে পেয়ে এখন জমি দিতে চেয়ে আবেদন সংখ্যা দিনদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এলাকার বাসিন্দাদের একটাই দাবি, জমি নিয়ে দ্রুত চাকরি দিন। আর তাই বিরোধীদের মদত প্রাপ্ত কয়লাখনি বিরোধী আন্দোলন এখন ঢেউচা-পাঁচামিতে সম্পূর্ণ ভাবেই অস্তমিত। তার মাঝেই এবার সামনে এল পাঁচামির ব্যাসাল্ট বিক্রি করে ৫ হাজার কোটি ঘরে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ব্যাসল্ট হল একটি অতি কঠিন পাথর। তাতে লোহা ও ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে। ঢেউচা-পাঁচামি এলাকায় মাটির নীচে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ মিটার পুরু ব্যসল্ট পাথরের চাদর রয়েছে। তার নীচে রয়েছে কয়লা। অর্থাত কয়লার নাগাল পেতে হলে আগে ব্যাসল্টের চাদর সরাতে হবে। ঢেউচা-পাঁচামিতে কত কয়লা মজুত রয়েছে, তার ধারণা ইতিমধ্যে দিয়েছে Geological Survey of India। ২০০৮ সালে একবার সংসদে লিখিত প্রশ্নের জবাবে ততকালীন কেন্দ্রীয় কয়লা প্রতিমন্ত্রী সন্তোষ বাগরোডিয়া জানিয়েছিলেন, ঢেউচা-পাঁচামিতে কয়লার ৪টি জোন রয়েছে। তাতে ২০২৬ মিলিয়ন টন তথা ২০২.৬ কোটি টন কয়লা মজুত রয়েছে। তবে এর ওপরে ৩ থেকে ৫টি স্তরে রয়েছে ব্যাসল্টের চাদর। সব কিছু ঠিকঠাক চললে চলতি মাস থেকেই সেই ব্যাসল্ট পাথর তোলার প্রাথমিক কাজ শুরু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সূত্রের খবর, ব্যাসল্ট পাথর তোলার জন্য এরই মধ্যে কয়েকটি এজেন্সি আগ্রহ দেখিয়েছে।

ঢেউচা-পাঁচামির প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকার মোট ১২.৩১ বর্গ কিমি জমি চিহ্নিত করেছিল। তার মধ্যে ৪২০ একর জমি সরকার ব্যাসল্ট পাথর তোলার প্রস্তুত করে ফেলেছে। এই ৪২০ একরের মধ্যে ২০০ একর সরকারি খাস জমি এবং বাকি ২২০ একর জমি ব্যক্তি মালিকানায় থাকা জমি। তবে ব্যক্তি মালিকানায় থাকা জমির অধিকাংশ সরকার কিনে নিয়েছে। বাকি অংশের জমির মালিকের থেকে বিক্রি করার সম্মতিপত্র পেয়ে গেছে সরকার। প্রথম ধাপে এই ৪২০ একর জমিতে ব্যাসল্ট পাথর তোলার কাজ শুরু করতে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ব্যাসল্ট পাথরের বাজারে চাহিদা প্রচুর। এই পাথর মূলত রাস্তা তৈরি, বাড়ি তৈরি, ব্রিজ তৈরিতে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ৪২০ একর জমি থেকে প্রায় ১৪২ মিলিয়ন টন অর্থাত ১৪.২ কোটি টন ব্যাসল্ট পাথর পাওয়া যেতে পারে। যার মূল্য প্রায় সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা। এই টাকার পুরোটাই পেতে চলেছে রাজ্য সরকার। নবান্নের হিসাবে ঢেউচা-পাঁচামির প্রকল্পে কয়লাখনি শিল্পের প্রথম পর্যায়ে অন্তত ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে পারে। তাই সেখানে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ লাভজনকই হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম কয়লাখনি শিল্প হয়ে উঠবে।

উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ১৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকারও বেশি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে ১৯ হাজার ১৫০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। এই প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ু নিউ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর ু নিউ ভাউপুর ফ্রেট করিডর প্রকল্প, যা ১০ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বারাণসী - নতুন দিল্লি বন্দেভারত এক্সপ্রেস ট্রেন, দোহরিঘাটু মৌ মেম্যু ট্রেন এবং নতুন ফ্রেট করিডরে এক জোড়া পণ্য পরিবাহী ট্রেনের যাত্রা সূচনা করেন। বেনারস লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্ু এর তৈরি ১০ হাজারতম লোকমোটিভ-টিরও উদ্বোধন করেন তিনি। ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রিনফিল্ডু শিবপুরু ফুলওয়াড়িয়াু লহরতারা সড়ক এবং দুটি আরওবি-র উদ্বোধনও করেন। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী অন্য যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করেছেন, তার মধ্যে রয়েছেু ২০টি সড়ক, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালের আবাসিক ভবন, পুলিশ লাইন ও পিএসি ভুল্লানপুরে ২টি ২০০ এবং ১৫০ শয্যাবিশিষ্ট বহুস্তরীয় ব্যারাক ভবন, স্মার্ট ভবন ও ৯টি স্থানে স্মার্ট বাস স্ট্যান্ড। স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় প্রধানমন্ত্রী সমন্বিত পর্যটক পাস ব্যবস্থাপনারও উদ্বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রী ৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছেু ৪ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি ব্যয়ে নির্মিত হতে চলা চিত্রকূট জেলার ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরপার্ক। এছাড়া, ১ হাজার ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে মির্জাপুরে তৈরি করা হবে নতুন পেট্রোলিয়াম টার্মিনাল। বারাণসী ু ভাদোহি জাতীয় সড়ক ৭৩১বিু এর সম্প্রসারণ করা হবে ৯০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে। এছাড়াও, জল জীবন মিশনের আওতায় ২৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৯টি গ্রামীণ জল প্রকল্প গড়ে তোলা হবে।

অনুষ্ঠানে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী দেব-দীপাবলির সময় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রদীপ জ্বেলে গিনেজ বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করায় বারাণসীর জনগণকে অভিনন্দন জানান। তিনি এই অভূতপূর্ব অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত না থাকলেও প্রতি মুহূর্তেই দর্শনার্থীদের কাছ থেকে এমনকি, বিদেশি পর্যটকদের কাছ থেকেও এই অনুষ্ঠানের এবং বারাণসীর জনগণের প্রশংসা শুনেছেন বলে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "কাশীর জনগণের কোনও কাজ যখন প্রশংসিত হয়, আমি তখন গর্ব অনুভব করি"। তিনি বলেন, ভগবান মহাদেবের এই ভূমির পরিষেবা কখনোই সম্পূর্ণ হবে না। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "উত্তর প্রদেশের উন্নয়ন তখনই হবে, যখন কাশীর উন্নতি হবে আর উত্তর প্রদেশ উন্নত হলে দেশ উন্নত হবে"। তিনি বলেন, বারাণসীর গ্রামগুলিতে জল সরবরাহের কাজ বিএইচিউ ট্রামা সেন্টারে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট গঠন, সড়ক, রেল, বিমান পথে যোগাযোগের মানোন্নয়ন, বিদ্যুৎ, সৌরশক্তি এবং গঙ্গাঘাটের উন্নয়ন সহ আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ এই অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নে জোয়ার আনবে। গত সন্ধ্যায় কাশী ু কন্যাকুমারী তামিল সঙ্গমম্ ট্রেনের যাত্রার বিষয়টি উল্লেখ করেন তিনি। এছাড়াও, বারাণসী ু নতুন দিল্লি বন্দেভারত এক্সপ্রেস ও দোহরিঘাটু মৌ মেম্যু ট্রেনের যাত্রার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি এই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জন্য সকলকে অভিনন্দন জানান।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "কাশী সহ সমগ্র দেশ বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা দেশের হাজার হাজার গ্রামে পৌঁছেছে এবং কোটি কোটি জনগণ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী মোদী বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা বারাণসীতে শুরু হওয়ার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার গাড়িগুলিকে জনগণ ওমোদীর গ্যারান্টির গাড়ি বলে অভিহিত করছেন। হাজার হাজার সুবিধাভোগী এতদিন বঞ্চিত ছিলেন। বারাণসীতেও বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রার মাধ্যমে এ ধরনের বঞ্চিত জনগণকে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অভিহিত করা হচ্ছে। আয়ুষ্মান কার্ড, বিনামূল্যে রেশন কার্ড, পাকা বাড়, নলবাহিত জল সংযোগ এবং উজ্জ্বলা গ্যাস সংযোগের মতো প্রকল্পগুলির উদাহরণ দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা জনগণের মধ্যে আস্থা তৈরি করেছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিশ্রুতি পালনে, যা বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠছে"। প্রধানমন্ত্রী অঙ্গনওয়াড়ি শিশুদের আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করেন এবং তাঁর বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা সফরের সময় শ্রীমতী ছন্দা দেবী ও লাখপতি দিদির সঙ্গে আলাপচারিতার কথা উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা জনগণের জন্য যাঁরা কাজ করেন তাঁদের জন্য চলমান বিশ্ববিদ্যালয়"। প্রধানমন্ত্রী শহরের সৌন্দর্যায়নের উপকারিতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দিন দিন কাশীর সৌন্দর্য্য বাড়ছে। ফলে, এর পর্যটন ক্ষেত্রটি ক্রমশ উন্নত হচ্ছে। পর্যটন ক্ষেত্রে নতুন কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সংস্কারের পর থেকে এখনও পর্যন্ত ১৩ কোটিরও বেশি ভক্ত কাশী বিশ্বনাথ ধাম দর্শন করেছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, লালকেল্লার প্রাকার থেকে তাঁর ভাষণে দেশের জনগণকে বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার আগে দেশে অন্তত ১৫টি স্থান ঘুরে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঘরোয়া পর্যটনে বর্তমানে জনগণের উৎসাহ বাড়তে থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী সমন্বিত পর্যটক পাস ব্যবস্থাপনা সহ পর্যটক ওয়েবসাইট ওকাশ্মীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গঙ্গাঘাট, আধুনিক বাস স্ট্যান্ড এবং বিমানবন্দর ও রেলওয়ে স্টেশনের মানোন্নয়নের কাজ ও সংস্কার চলছে। রেলের সঙ্গে যুক্ত প্রকল্পগুলির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিম ফ্রেট করিডর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। নিউ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর থেকে নিউ ভাউপুর পর্যন্ত ফ্রেট করিডরটির সূচনার প্রসঙ্গও উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় কারখানায় ১০ হাজারতম রেল ইঞ্জিন নির্মিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। সৌরবিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ডবল ইঞ্জিন সরকারের বিশেষ পদক্ষেপের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদী বলেন, চিত্রকূটে ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ পার্ক উত্তর প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির উদাহরণ। তিনি বলেন, দেউরাই ও মির্জাপুরে যে সুবিধাগুলি সৃষ্টি হচ্ছে, তা পেট্রোলিয়াম পণ্যের চাহিদা পূরণে সক্ষম। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, নারী শক্তি, যুব শক্তি, কৃষক ও দরিদ্রদের উন্নয়ন বিকশিত ভারতের

ক্রমশঃ

১-ম পাতার পর

সংসদকাণ্ডের তদন্তে ললিতের বাগুইআটির বাড়িতে তদন্তকারীরা

থাকেন, ওই বাড়িতে যাঁরা ভাড়া থাকেন তাঁরা অনলাইনে বাড়ির মালিককে টাকা পাঠান। ললিত কার মাধয়মে ভাড়া পেয়েছেন তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে।সংসদে তাণ্ডব কাণ্ডে ধৃত ললিত ঝা-কে জেরায় উঠে এসেছে বিস্ফোরক তথ্য। হয় 'প্ল্যান এ' নয় 'প্ল্যান বি', রীতিমতো প্রস্তুতি নিয়ে সংসদে তাণ্ডবে নেমেছিলেন স্মোক-কাণ্ডের হামলাকারীরা ! সংসদে অশান্তির ঘটনায় মাস্টারমাইন্ড ললিত ঝা-কে জেরায় এমনই বিস্ফোরক তথ্য মিলেছে বলে দাবি করল পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, তথ্যপ্রমাণ লোপাট করতে সহযোগীদের মোবাইল ফোন পুড়িয়ে দিয়েছিলেন ধৃত মাস্টারমাইন্ড ললিত ঝা।

২ পাতার পর

দিল্লি পৌঁছতে না পৌঁছতেই কেন কলকাতা ফিরছেন সুকান্ত

পারেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী ২৪ ডিসেম্বর ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে যে সমাবেশ রয়েছে তা নিয়েই চিন্তিত বিজেপি নেতৃত্ব। ওই কর্মসূচি বিজেপির না হলেও দলের নেতা, কর্মী, সমর্থকেরা সনাতন ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেবেন বলে আগেই জানিয়েছেন বিজেপি নেতৃত্ব। তবে দলীয় পতাকা বা ব্যানার নিয়ে কেউ যেতে পারবেন না। 'লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ' কর্মসূচি হচ্ছে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে। তাঁরা লক্ষ মানুষের সমাগমের লক্ষ্য নিয়েছে। তবে সেই লক্ষ্য পূরণ হচ্ছে কি না তা নিয়েই চিন্তা রাজ্য বিজেপির। মোদীর উপস্থিতিতে দীর্ঘ দিন পরে রাজ্যে কোনও কর্মসূচি। তাতে সমাগমের বিষয়ে পুরোপুরি আয়োজকদের উপরে ভরসা করতে চাইছেন না রাজ্য নেতৃত্ব। সে কারণেই শুভেন্দু-সহ শীর্ষ নেতৃত্বকে নিয়ে মঙ্গলবার বেশি রাতে হলেও বৈঠক করতে চান সুকান্ত।হাতে আর সময় নেই। রবিবার ব্রিগেডে সমাবেশ। তার আগে বুধ থেকে শনি এই চার দিনে যতটা সম্ভব দলীয় ভাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে চায় বিজেপি। তার আগে দেখে নিতে চায়, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে সমাগম কতটা হতে পারে। এ ছাড়াও অন্যান্য ব্যবস্থা ঠিকঠাক রয়েছে কি না তারও পর্যালোচনা হতে পারে মঙ্গলবারের বৈঠকে। গত ২৯ নভেম্বর ধর্মতলার সভায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সে দিন সভার যে চেহারা দেওয়ার কথা দিয়েছিল তা রাখতে পারেনি বিজেপি। ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও খুব খুশি নন। এই পরিস্থিতিতে মোদীর উপস্থিতিতে হওয়া সমাবেশে সমাগম নিয়ে নিশ্চিত হতে চাইছেন রাজ্য নেতৃত্ব।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৪৪ সংখ্যা ২০ ডিসেম্বর, ২০২৩ বুধবার ০৩ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

১৪১ সাংসদ সাসপেন্ড

একক সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকের কাছে কি আরও খানিকটা ম্রিয়মান হয়ে গেল বিরোধী পক্ষ? কারণ মঙ্গলবার লোকসভার ৪৯ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করার পর চলতি অধিবেশনে সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে সাসপেনশনের মুখে পড়লেন মোট ১৪১ জন বিরোধী সাংসদ।গত বুধবার লোকসভায় রংবোমা হানার ঘটনার পর থেকেই সংসদ ভবনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অধিবেশনে সরব হয়েছেন বিরোধীরা। গত সপ্তাহের পর সোম এবং মঙ্গলবারেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিবৃতির দাবিতে ওয়েলে নেমে স্লোগান তোলেন তাঁরা।শুক্রবার পর্যন্ত সংসদের শীতকালীন অধিবেশন চলার কথা। আপাত ভাবে দেখা যাচ্ছে শীতকালীন অধিবেশনের বাকি তিন দিন সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় শাসক শিবিরকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে থাকছেন ১০০ জনেরও কম বিরোধী সাংসদ।নিম্নকক্ষ লোকসভায় থাকছেন প্রায় ১০০ জন বিরোধী সাংসদ। এই বিরোধী সাংসদদের মধ্যে রয়েছেন অন্ধ্রপ্রদেশের শাসকদল জগন্মোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেসের সাংসদেরা। এই তালিকায় রয়েছেন ওড়িশার শাসকদল নবীন পট্টনায়কের বিজেডির রাজ্যসভা এবং লোকসভার সদস্যেরাও। খাতায়কলমে বিরোধী শিবিরের অংশ হলেও এই দুই দলের সাংসদদের সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক বার বিভিন্ন বিতর্ক কিংবা বিল পাশের ক্ষেত্রে শাসক বিজেপির পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছে। সেই অঙ্ক মাথায় রাখলে সংসদে বিরোধী শিবির আরও 'সংখ্যালঘু' হবে।

তবে লোকসভায় বিজেপি এবং এনডিএ জোটভুক্ত দলগুলির সদস্যসংখ্যা ৩০০-র বেশি। শাসক শিবিরের কোনও সাংসদই সাসপেন্ড হননি এই অধিবেশনে। সংসদে হট্টগোলের জেরে মঙ্গলবার লোকসভায় ৪৯ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার ওম বিড়লা। গত সোমবার সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে মোট ৭৮ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। গত সপ্তাহে সাসপেন্ড করা হয়েছিল ১৪ জন সাংসদকে। চলতি অধিবেশনের মতো আর কোনও অধিবেশনে কখনও এত জন সংসদকে একসঙ্গে সাসপেন্ড করা হয়নি। অনেকেই মনে করছেন মঙ্গলবার কার্যত বিরোধীশূন্য হয়ে গেল সংসদ। সংসদের ভিতরে অভব্য আচরণ, সংসদের গরিমা নষ্ট এবং স্পিকার (লোকসভার ক্ষেত্রে) এবং চেয়ারম্যান (রাজ্যসভার ক্ষেত্রে)-কে অবমাননার অভিযোগে এই সাংসদদের সাসপেন্ড করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশ থেকে গ্রাহক সেজে কুলটিতে হাজির স্বামী, বিক্রি হয়ে যাওয়া স্ত্রীর খোঁজ নিষিদ্ধপল্লীতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কর্মসূত্রে স্বামী থাকেন সৌদি আরবে। দুই শিশু সন্তান নিয়ে স্ত্রী থাকেন বাংলাদেশে। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে রয়েছে ৮ বছরও ৫ বছরের দুই সন্তান। এই সুযোগে কাজ দেওয়ার নামে ফুঁসলিয়ে এ রাজ্যের নিষিদ্ধপল্লীতে ওই গৃহবধূকে বিক্রি করে দিয়েছে এক প্রতিবেশী মহিলা। এমন অভিযোগ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের দ্বারস্থ হলেন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা মহম্মদ শাহিন।এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ শাহিন তার স্ত্রীকে আইনি জটিলতা কাটিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। সমাজ যদি মেনে না নেয় তবে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে নতুন জায়গায় সংসার করবেন বলেও জানিয়েছেন। আর সেই আশাতে গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে শাহীন আসানসোল আদালত ও পুলিশের দরজায় দরজায় চক্কর কাটছেন।

যদিও ধৃত ওই দালাল বাংলাদেশের নয় বলে পুলিশ দাবি করেছে। বর্তমানে দু'জনই আসানসোল জেল বা বিশেষ সংশোধনাগারে আছে। তবে,উদ্ধার হওয়া ওই মহিলা তাঁর স্বামীর করা অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তিনি পুলিশকে পাল্টা জানিয়েছেন স্বামী তার উপর শারীরিক নির্যাতন করত। পুলিশ জানায়, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে আসানসোল জেল সূত্রে জানা যায়, এই মুহুর্তে জেলে চারজন বাংলাদেশি রয়েছেন। এছাড়াও জেলে আছেন এক রোহিঙ্গাও।গত ৭ ডিসেম্বর সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন মহম্মদ শাহিন। এর মধ্যেই হঠাত করেই নিখোঁজ হয়ে যান শাহিনের স্ত্রী নাজমা আখতার (পরিবর্তিত নাম)। তিনি স্ত্রীর খোঁজে প্রথমে বাংলাদেশের ফতুল্লা থানায় অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশের ততপরতা না দেখে নিজেই খোঁজ নিতে নেমে পড়েন। জানতে পারেন স্থানীয় শেফালী ওরফে রিয়া (পরিবর্তিত নাম) তাঁর স্ত্রীকে কানাডায় নিয়ে যাওয়ার নামে প্রলোভন দেন।বাংলাদেশের হাইকমিশনারের কাছেও তিনি একই অভিযোগ জানান। এরপর আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের কুলটি থানা দ্রুততার সঙ্গে বাংলাদেশি ওই দালাল মহিলা শেফালিকে গ্রেফতার করে এবং নাজমা আখতারকে উদ্ধার করে। অভিযোগের ভিত্তিতে শেফালিকে ও নাজমার বৈধ কাগজপত্র না থাকায় অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দুজনকেই গ্রেফতার করে।

এই পরিস্থিতিতে মহম্মদ শাহিন তার স্ত্রীকে আইনি জটিলতা কাটিয়ে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। সমাজ যদি মেনে না নেয় তবে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে নতুন জায়গায় সংসার করবেন বলেও জানিয়েছেন। আর সেই আশাতে গত ১৪ ডিসেম্বর থেকে শাহীন আসানসোল আদালত ও পুলিশের দরজায় দরজায় চক্কর কাটছেন।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পুস্তক ও বীণা ধারিণী এই দেবী বাঙালির মানসলোকে এমন এক প্রতিমূর্তিতে বিরাজিত, যেখানে কোনো অন্ধকার নেই, নেই অজ্ঞানতা বা সংস্কারের কালো ছায়া। সরস্বতী দেবীকে হিন্দুরা পূজা করলেও সে কারণেই সব বাঙালির কাছে 'বিদ্যা' নামক অব্যাখ্যাত শব্দটির প্রতীক এই সরস্বতী। আজও কথিত প্রচলন আছে,পূজার দিন লেখাপড়া একেবারেই নিষেধ থাকে। ক্রমশঃ

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বর্তমান যুগটি কলিযুগ, কলি যুগের ইতিহাস ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে শক্তিশালী সমাজের হর্তাকর্তারা। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সৎ নিষ্ঠাবান ত্যাগী মানুষের বাঁচার অধিকার টুকু কেড়ে নেয়, এই সমাজের মাথারা । যারা রাজনৈতিক ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে এলাকায় পরিচিতি থাকে। সত্য কথা বলার অধিকার হারিয়ে গেছে এই যুগে। উদাহরণ আমি নিজে ,এবং এই ইতিহাস যদি তুলে বলতে হয় ।তাহলে আমার জীবনের ইতিহাস অন্যান্য ইতিহাসের থেকেও নগণ্য ?আমার থেকেও বহু বছর আগে একই ইতিহাস আছে সে কথা অস্বীকার করাটা অসম্ভব। ইতিহাস' শব্দটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিভিন্ন রাজা-বাদশা, এবং যুদ্ধবিগ্রহের চিত্র। নবদ্বীপ শহরের ইতিহাসটা যেন একটু ভিন্ন ভাবেই রচিত করে গেছেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। যে ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহ নয়, আছে শুধু অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ভক্তির কথা। তার পরেও তাকে ভারতবর্ষের মানুষ সহজে নিতে পারেনি, এই কলিযুগে তাকে হয়তো হত্যা করা হয়েছিল ।তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া গেছে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে। সাংবাদিকতা জীবনে বহু বিষয় বস্তুর উপরে আমি চর্চা চালায় আজকের দিনে ও। হয়তো জীবনের পরিভাষা অন্যরকম হতে পারে, তবে লেখনীতে আমি সর্বদা সজাগ থাকি সত্য কথা তুলে ধরার জন্য। সেই সব বিস্তারিত তথ্য আজকেরে আমার কলমের তুলে ধরতে চাই আপনাদের সম্মুখে।আজকের নবদ্বীপ একসময় 'বাংলার অক্সফোর্ড 'নামে পরিচিত ছিল। তৎকালে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার অন্যতম পীঠস্থান ছিল এই নবদ্বীপ। নবদ্বীপ শহরটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত এবং ১৮৬৯ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় অন্যতম প্রাচীন নবদ্বীপ পৌরসভা। ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর মিলনস্থলের একপাশে রয়েছে যেমন নবদ্বীপ, তেমনি অপরপাশে মায়াপুর শহর। বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান নবদ্বীপের প্রতিটি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছে অগণিত মঠ-মন্দির। একইসঙ্গে সমগ। শহর জুড়ে রয়েছে শুধুই মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজড়িত মধুর ইতিহাস।' এবার আমরা প্রবেশ করছি আলোচনার মূল পর্বে অর্থাৎ বহু বিতর্কিত মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান প্রসঙ্গে। প্রচলিত মত অনুযায়ী ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি (২৩ শে ফালগুন, ১৪০৭ শকাব্দ) দোল পূর্ণিমার রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণের সময় নদীয়া নবদ্বীপের অন্তর্গত প্রাচীন মায়াপুরে চৈতন্য মহাপ্রভু আবির্ভূত হন। কথাগুলো আমার পক্ষে তো এই সময় জানা সম্ভব নয় ।তবে আমি বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করে এ কথাগুলো তুলে ধরতে পারছি। এতক্ষণ ধরে নিমাই বা চৈতন্যদেব সম্পর্কে এত কিছু বলার মূল কারণ হল, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান কোনটি - নবদ্বীপ না মায়াপুর ? তার যুক্তিপূর্ণ অনুসন্ধান। আলোচনার প্রারম্ভেই আমরা বলতে চাই. নবদ্বীপের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা খুবই কঠিন এবং স্পর্শকাতর বিষয়... তাই নবদ্বীপ সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে আমরা অনেক তথ্য জেনে তবেই সেটিকে প্রকাশ করার প্রয়াস করছি...।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এবং ষোড়শ শতাব্দীর বিশিষ্ট বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার বলে মনে করেন। তিনি বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণ রূপে পরম সত্ত্বার পূজা প্রচার করেন এবং জাতি- বর্ণ নির্বিশেষে আচন্ডাল ব্রাহ্মণের কাছে 'হরিনাম' মহামন্ত্রটি জনপ্রিয় করে তোলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ," চন্ডালহোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ"। অর্থাৎ একজন সাধারণ চন্ডালও "দ্বিজ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন , যদি তিনি হরিভক্তি পরায়ণ হন। বর্তমান সময়ে হরিনাম ছাড়া কলিযুগের কোন গতি নাই হিন্দু ধর্মে প্রতিটি মানুষ এ কথায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস এই সমাজের যে মানুষটির জন্য জন্মেছিল, আমরা হয়তো সেই মানুষটিকে আজও স্মরণ করি না। কিন্তু সেই মানুষটির পূর্বপুরুষদের কে বা কারা ছিল সে কথা না লিখলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

চৈতন্যদেবের পিতা-মাতা জগন্নাথ মিশ্র ও অধুনা পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপের অধিবাসী। চৈতন্যদেবের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পূর্ব বাংলার শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণ শহরের (অধুনা সিলেট, বাংলাদেশ) আদি বাসিন্দা। তাঁর পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে দক্ষিণবঙ্গের নবদ্বীপের অধ্যয়ন ও সংস্কৃতি চর্চার জন্য এসে বসতি স্থাপন করেন।"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।।" অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত নরহরি চক্রবর্তীর"ভক্তিরত্নাকর"নামক গ্রন্থে প্রথম মায়াপুরের উল্লেখ পাওয়া যায়। শাস্ত্র মতে ভগবানের আবির্ভাব স্থানকে যোগপীঠ বলা হয়। সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীর মতে, মায়াপুরই(প্রাচীন) শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান।" ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থের বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা বৈষ্ণব ও পন্ডিত সমাজের বিশেষ অনুমোদিত।প্রাচীন নবদ্বীপ এর অন্তর্গত মায়াপুর পল্লীই যে শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মস্থান সেই সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেকের মতে,বর্তমান প্রাচীন মায়াপুর মহাপ্রভুর জন্ম গ্রহণ করেন এবং অনেকে এটাও বলেন মন্দির সংলগ্ন যে নিম বৃক্ষটি বর্তমানে আছে তার নীচেই চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন... কিন্তু ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই বিষয়ে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। এর যুক্তি হল যে নিমবৃক্ষটির কথা এখন নিমাই এর জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিতৃ.. সেটির বয়স ৫৩৩ বছর হওয়ায় স্বপক্ষে কোন বাস্তব যুক্তি নেই। (নবদ্বীপের ইতিবৃত্ত (মৃত্যুঞ্জয় সরদার)। কিন্তু কেউ কেউ এই প্রচলিত মত মানতে রাজি নন। তাঁদের দাবি চৈতন্যদেব নবদ্বীপ নয়, গঙ্গার অপরপারে অবস্থিত মায়াপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর এখান থেকেই বিতর্কের মূল সূত্রপাত। কথামৃতে আছে,একবার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের নিয়ে নবদ্বীপ দর্শনে গিয়েছিলেন। তাঁর ও ইচছা ছিল চৈতন্যদেবের জন্মস্থান দর্শন। কিন্তু নবদ্বীপে তিনি তা খুঁজে পাননি। নৌকা করে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'নোংরা' প্রশ্নের জবাবে ভক্তকে চমকে দিলেন শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের চলতি বছরের শেষ সিনেমা 'ডাঙ্কি' মুক্তি পেতে যাচ্ছে। রাজকুমার হিরানি পরিচালিত এ সিনেমার মুখিয়ে আছেন কিং খান ভক্তরা।

আসছে ক্রিসমাসে আবারও পর্দা কাঁপাবেন বলিউডের বাদশা। এরই মাঝে 'আস্ক এসআরকে' সেশন শুরু করলেন শাহরুখ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তাকে অদ্ভুত প্রশ্ন করেন এক ভক্ত। শাহরুখের একটি সিনেমা দিয়ে যেখানে লেখা, 'স্যর ডাঙ্কিতে স্যাক্স সুক্স কিছু নেই তো? বাবার সঙ্গে দেখতে যেতে পারব?' শব্দ বিকৃত করলেও যা বোঝা যাচ্ছে, সেই ভক্ত যৌন দৃশ্যের কথা জানতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু শাহরুখের জবাবে আবারও বুদ্ধিমত্তা এবং উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পরিচয়। শাহরুখ লিখলেন, 'স্যাক্স সুক্স তো বুঝলাম না। কিন্তু সিনেমাতে ট্যাক্স টুক্স তো অবশ্যই আছে। বাবার থেকে নিয়ে নেবেন।'

শাহরুখের 'ডাঙ্কি' সিনেমা আসলে চার বন্ধুর গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে। আর বিদেশের মাটিতে পা রাখার জন্য তাদের যে আপ্রাণ চেষ্টা, সেটা মন ছুঁয়ে যাবে ভক্ত-অনুরাগীদের।

আসলে নিজেদের স্বপ্নকে বাস্তব করার জন্য ওই চার বন্ধু যে যাত্রায় পাড়ি দেবেন, সেটা তাদের জীবন পুরোপুরি বদলে দেবে। সব মিলিয়ে এ সিনেমাটিতেও চমকে দেবেন শাহরুখ-এমনটাই আশা করছেন সবাই।

পরমব্রতর সিনেমায় অঞ্জন দত্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'দীপ জ্বেলে যাই' সিনেমার কালজয়ী গান 'এই রাত তোমার আমার'। এ গানটি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। এবার সেই গানের রেশ ধরেই সিনেমা নির্মিত হচ্ছে। এটি নির্মাণ করছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়।

গানের শিরোনামেই রাখা হয়েছে সিনেমার নাম 'এই রাত তোমার আমার'। এ সিনেমায় কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন অঞ্জন দত্ত। তার বিপরীতে দেখা যাবে অপর্ণা সেনকে।

এ সিনেমায় পরমব্রতরও অভিনয় করার কথা রয়েছে। বাংলা সিনেমার নস্টালজিক একটি অধ্যায়কে সিনেমায় তুলে আনা হবে। শোনা যাচ্ছে, পরমব্রতর চরিত্রটি হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে তৈরি হচ্ছে। তবে এটি কারও বায়োপিক নয় বলেও জানানো হয়েছে। একটি রাতের কিছু ঘটনা, কিছু স্মৃতিচারণা। সিনেমাটি প্রযোজনা করছে হইচই স্টুডিয়োজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান।

সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'এক যে ছিল রাজা' সিনেমায় অঞ্জন ও অপর্ণা শেষবার একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। তাদের পর্দায় একসঙ্গে দেখতে আগ্রহ থাকবে দর্শকের। বাংলা সিনেমার সাদা-কালো যুগ নিয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী পরমব্রত। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বায়োপিক 'অভিযান' পরিচালনা করেছিলেন তিনি।

সে সিনেমা দর্শক-সমালোচক মহলে প্রশংসিত হয়েছিল। অভিনয় ও পরিচালনা দুটোই সমানতালে চালিয়ে যাচ্ছেন পরমব্রত। এ বছরই 'হাওয়া বদল টু'র কাজ শেষ করেছেন। হইচই প্ল্যাটফর্মের জন্য তার পরিচালিত 'পর্ণশবরীর শাপ' মুক্তি পেয়েছে সম্প্রতি। এ সিরিজের পরবর্তী সিজনের ঘোষণাও হয়েছে।

বুধবার ছিল 'এই রাত তোমার আমার' সিনেমার মহরত। সিনেমাটি প্রসঙ্গে পরমব্রতর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে চাননি বলে ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে। আপাতত সিনেমাটি লেখার কাজ চলছে। আগামী বছরের শুরুর দিকে শুটিং শুরু হওয়ার কথা। ইন্ডাস্ট্রির আরও খ্যাতিমান অভিনেতাকে দেখা যাবে সিনেমাটিতে।

এবার ভিকির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তৃপ্তি, 'অ্যানিমেল-২' থেকে বাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড ছবি 'অ্যানিম্যাল' মুক্তির পর অভিনেত্রী তৃপ্তি ডিমরিকে নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। ছবিতে তাঁর চরিত্রের ব্যাপ্তি কম হলেও দর্শক নজর ঠিকই কেড়ে নিয়েছেন। অভিনেতা রণবীর কাপুরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় এতটা আলোচনা হবে অভিনেত্রী হয়তো নিজেও জানেননি। সেই আলোচনার সূত্র ধরে একের পর এক নির্মাতার কাছে নতুন ছবির প্রস্তাব পাবেন- সেটা ছিল অজানা।

অনেকটা 'অ্যানিম্যাল' দিয়েই ভাগ্যের চাকা খুলে গেছে তৃপ্তির। সেই সুবাদে আগামীতে বড় বাজেটের বেশ কিছু ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যেতে পারে তাঁকে। শুধু তাই নয়, ভিকি কৌশলের বিপরীতে অভিনয়ে দেখা যাবে শিগগিরই। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, 'অ্যানিম্যাল' মুক্তির পর রাতারাতি জাতীয় ক্রাশে পরিণত হয়েছেন তৃপ্তি ডিমরি। এই ছবির সুবাদে সমাজমাধ্যমে বেড়েছে অভিনেত্রীর অনুরাগীর সংখ্যা। যদিও রণবীরের সঙ্গে শয্যাদৃশ্যে অভিনয় নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সমলোচিতও হতে হয়েছে তৃপ্তিকে।

এদিকে আবার 'অ্যানিম্যাল' ছবির রেশ কাটতে না কাটতেই তাঁকে দেখা গেছে, অভিনেতা ভিকি কৌশলের সঙ্গে। ভিকির বুকের ওপর শুয়ে তৃপ্তি, দুই তারকার ছবি রীতিমতো ভাইরাল সমাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ক্রোয়েশিয়ার সমুদ্রসৈকতে ভিকির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তৃপ্তি। কখনও ভিকির কোলে দেখা যাচ্ছে তাঁকে, কখনও আবার ভিকির বুকে মাথা দিয়ে রয়েছেন অভিনেত্রী।

এই ছবির নেপথ্যে সত্যিটা কী? সে প্রশ্নই এখন অনেকের মুখে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এ ঘটনাটা রিয়েল লাইফে নয়, পুরোটাই হচ্ছে ক্যামেরার সামনে। ছবিগুলো বছরখানেকের পুরোনো। 'বন্দিশ ব্যান্ডিটস' খ্যাত পরিচালক আনন্দ তিওয়ারির ছবির জন্যই ক্রোয়েশিয়ায় গিয়ে প্রেমের দৃশ্যে এই শুটিং করেন দুই তারকা। তৃপ্তির 'অ্যানিম্যাল' হিট হতেই অন্য আরেক ছবির দৃশ্যে ভাইরাল; যা প্রমাণ করে, এই সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দর্শকের দৃষ্টি তাঁর দিকেই। দর্শক চাহিদা বেড়ে যাওয়াটা যেকোনো অভিনেত্রীর জন্য সৌভাগ্যের। কেননা, দর্শকের পছন্দের কথা মাথায় রেখেই নির্মাতা ছোটেন তারকাদের দিকে। সে হিসেবে বলা যায়, আগামী সময়টা তৃপ্তির জন্য অপার সম্ভাবনার। একদিকে যখন তৃপ্তিকে নিয়ে আলোচনা, একের পর এক নতুন ছবির প্রস্তাব ঠিক সেই সময়ে একটি হতাশার খবরও শুনতে হলো এ অভিনেত্রীকে। 'অ্যানিম্যাল' ছবির সাফল্যে এর সিক্যুয়েল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন পরিচালক সন্দীপ রেড্ডি বঙ্গা। নাম 'অ্যানিম্যাল পার্ক'। কেমন হবে 'অ্যানিম্যাল পার্ক'- তা নিয়েই চলছে জল্পনা-কল্পনা। এর মধ্যেই হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেছে এই ছবির কিছু তথ্য। জানা গেছে, 'অ্যানিম্যাল পার্ক' ছবিতে থাকছেন না তৃপ্তি। তাঁর পরিবর্তে নেওয়া হচ্ছে দক্ষিণ ভারতীয় ছবির জনপ্রিয় অভিনেত্রী মালবিকা মোহনকে। এ খবর তৃপ্তির জন্য হতাশাজনক হলেও, এ প্রসঙ্গে তিনি নীরবতা ধরে রেখেছেন।

অর্থকষ্টে মমতার দেওয়া উপহার বিক্রি করতে চান তাপস পালের স্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অর্থকষ্টে ভুগছেন ওপার বাংলার প্রয়াত অভিনেতা তাপস পালের পরিবার। যেখান থেকে পরিত্রাণ পেতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজ হাতে আঁকা উপহারের দুইটি ছবি বিক্রি করে দিতে চাইছেন অভিনেতার স্ত্রী নন্দিনী পাল। তাপস পাল যখন বেঁচেছিলেন তখন এই দুইটি ছবি তাকে উপহার দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বর্তমানে অর্থকষ্টে থাকায় তাপস পালের স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ছবি দুটি বিয়ে করে দেবেন তিনি। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে নন্দিনী পাল বলেছেন, 'নিজের আঁকা দু'টি ছবি তাপসকে উপহার দিয়েছিলেন দিদি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়)। শুনেছি, ওনার আঁকা ছবি কোটি টাকায় বিক্রি হয়। তাই আমি ছবি দুইটি বিক্রি করতে চাইছি। কেউ ১ কোটি টাকা দিলে ওই দুইটি ছবি বিক্রি করে দেব।'

উল্লেখ্য, টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতাদের একজন তাপস পাল। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে নির্বাচন করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি ৬১ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এই অভিনেতা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট

ছাড়ার সময় জানালেন রাসেল

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে দুই বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেই ম্যাচসেরা হয়েছেন আন্দ্রে রাসেল। ক্যারিয়ারে কখনোই অফ ফর্মের কারণে দলের বাইরে ছিলেন না তিনি। মূলত ফ্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটের প্রতি বেশি আকর্ষণ থাকায় জাতীয় দলে অনিয়মিত হয়েছেন। এবার ফিরলেও আর খুব বেশি দিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন না, এমনটাই আভাস দিয়েছেন রাসেল।

নিজের অবসর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বিশ্বকাপটা আমার কেমন যায়, এর ওপর এটি (অবসর) নির্ভর করছে। এখনও অনেক কিছুই দেওয়ার আছে আমার। তবে কোচের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়েছে, আমি বলেছি যে বিশ্বকাপ শেষেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাব। তবে এরপরও যদি তাদের প্রয়োজন পড়ে আমাকে, তাহলে অবসর থেকে ফিরে আসব।'

'এই পরিকল্পনাই আমার আছে আপাতত। এত এত তরুণ প্রতিভা এখন আছে আমাদের, আমার মতোই অনেকে আছে। কখনও কখনও এই উপলব্ধি প্রয়োজন যে সামনেই বয়স হয়ে যাবে ৩৬। তরুণদের তাই সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তবে এরপরও যদি ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রয়োজন পড়ে আমাকে, তাদের হয়ে ঘাম ঝরাতে আমি প্রস্তুত থাকব।'- আরও যোগ করেন রাসেল।

টেস্ট সিরিজে

শামি-রাবাদা অনিশ্চিত

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকায় টেস্ট সিরিজে ভারতের ডানহাতি পেসার মোহাম্মদ শামি অনিশ্চিত। গোড়ালির ইনজুরিতে আছেন ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে দুর্দান্ত বোলিং করা ৩৩ বছর বয়সী এই পেসার। কিন্তু সিরিজের দুই ম্যাচই মিস করতে পারেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের শেষ বিমান ধরলেন অধিনায়ক রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা। শুক্রবার দেশ ছাড়বেন তারা। কিন্তু তাদের সফরসঙ্গী হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কম শামির। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছে, মোহাম্মদ শামির মেডিকেল টেস্ট করাবেন তারা। তার দক্ষিণ আফ্রিকা সফর নির্ভর করছে ফিটনেস রিপোর্টের ওপর।

দক্ষিণ আফ্রিকা আবার ঘরের মাঠে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরুর সিরিজে কাগিসু রাবাদাকে পাবে কিনা তা নিশ্চিত নয়। তিনি গোড়ালির পেছনের অংশের ইনজুরিতে আছেন। ওই ইনজুরি থেকে অনেকটা সেরে উঠেছেন ডানহাতি প্রোটিয়া পেসার। তবে ফিটনেস নিয়ে রয়ে গেছে জটিলতা। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ড তার ফিটনেস মূল্যায়ন করে টেস্ট সিরিজে খেলতে পারবে কিনা ওই সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছে। এছাড়া টেস্টে লুঙ্গি এনগিডিও অনিশ্চিত। তবে আশার কথা হচ্ছে, গতিময় পেসার এনরিক নরকিয়া ইনজুরি কাটিয়ে ফেরার খুব আছেন।

আবারও লঙ্কান ক্রিকেটে জয়সুরিয়া

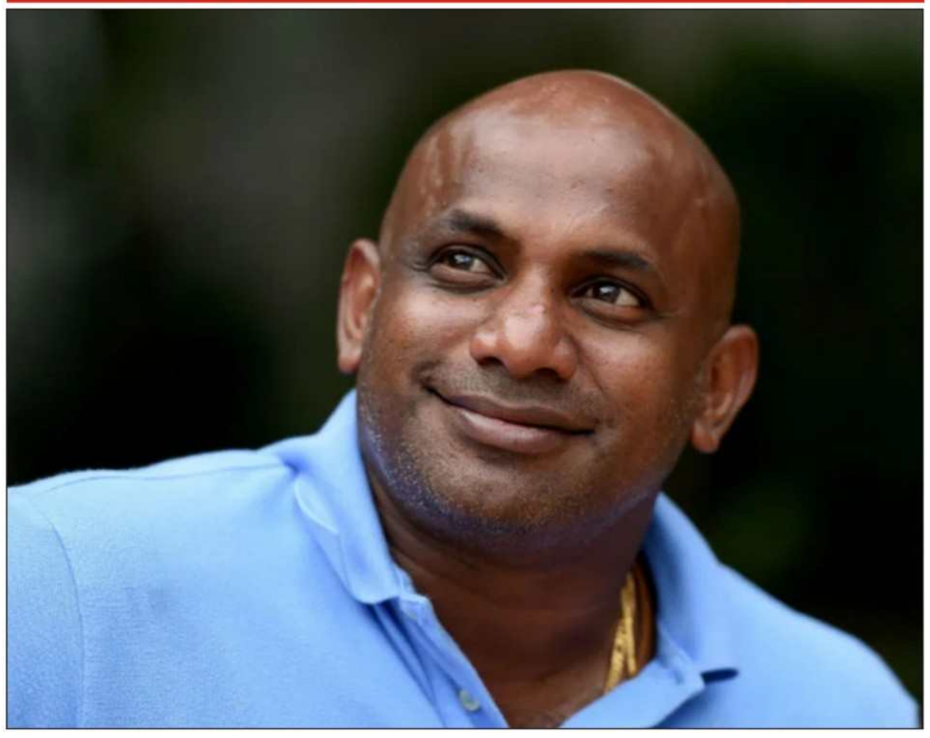

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আগামী একবছরের জন্য সনাৎ জয়সুরিয়াকে দেখা যাবে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটের পরামর্শকের পদে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তাকে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে সে দেশের বোর্ড। তারা জানায়, জাতীয় কার্যক্রমগুলো যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের পেশাদারত্ব অর্জন করতে পারে, জয়সুরিয়া এবার সে দায়িত্ব পালন করবেন।

তবে এখানেই শেষ হচ্ছে না সাবেক এই ক্রিকেটারের কাজ। সব খেলোয়াড় ও কোচ পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে তার। এমনকি হাই পারফরম্যান্স সেন্টারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অনুশীলন ও কোচিংয়ের চাহিদা দেখভাল করবেন তিনি। পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ স্কিল প্রোগ্রামও পরিচালনা করবেন জয়সুরিয়া।

এর আগে ২০১৩ সালে প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন জয়সুরিয়া। ২০১৫ সাল পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। ২০১৬ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মেয়াদে একই দায়িত্ব ছিল তার কাঁধে। মাঝে ২০১৯ সালে শ্রীলঙ্কায় দুর্নীতির তদন্তে অসহযোগিতার দায়ে দুই বছরের জন্য নিষেধাজ্ঞায় ছিলেন আইসিসি।

ফিফা বর্ষসেরা ফুটবলারের তালিকায়

মেসি, এমবাপ্পে ও হালান্ড

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় পুরস্কারের (দ্য বেস্ট) সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন লিওনেল মেসি। তার সঙ্গে আছেন আরলিং হালান্ড ও কিলিয়ান এমবাপ্পে।

বৃহস্পতিবার ফিফার ওয়েবসাইটে বর্ষসেরা পুরুষ খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট এবং ভোট যিনি পাবেন, তার হাতেই উঠবে এই পুরস্কার।

২০২৪ সালের ১৫ জানুয়ারি লন্ডনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ফিফা দ্য বেস্ট'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। ১৯ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ২০ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছেলেদের ফুটবলে সেরা খেলোয়াড়দের বেছে নিয়েছে ফিফা।

বছরের সেরা ফুটবলারদের মধ্য থেকে শুরুতে ১২ জনকে বেছে নিয়েছিল ফিফার বিশেষজ্ঞদের প্যানেল। সেই তালিকা থেকে আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড (যেখানে আছেন জাতীয় দলের কোচ ও অধিনায়ক, ফুটবল সাংবাদিক এবং ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ভোট প্রদান করা সমর্থকরা) বেছে নেন সেরা তিনজনকে।

উল্লেখ্য, গতবারও বর্ষসেরা ফুটবলারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় ছিলেন মেসি। শুধু তা-ই নয়, পুরস্কারটি জিতেও নেন তিনি।

আইপিএল:

আবার কলকাতার অধিনায়ক আয়ার

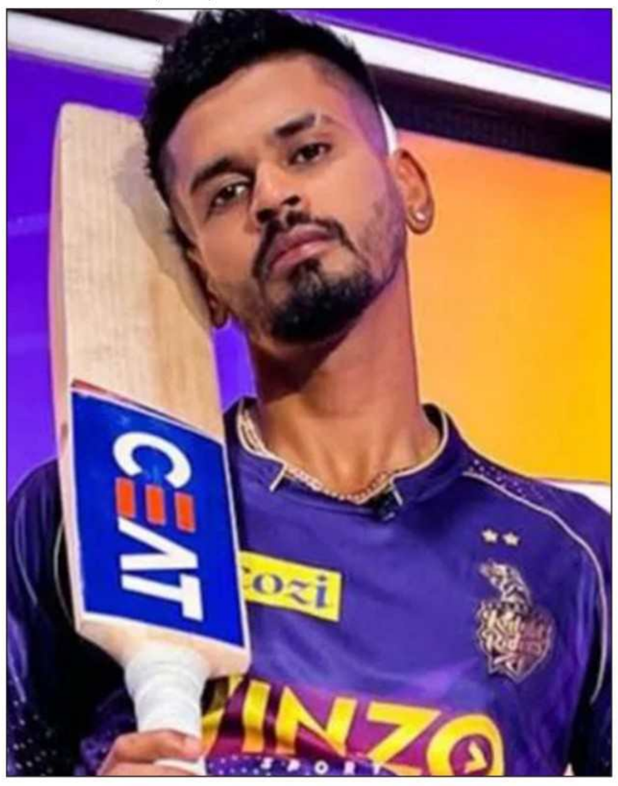

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আইপিএল-২০২২ এর কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক হয়েছিলেন শ্রেয়াস আয়ার। কিন্তু ২০২৩ সালে বাদ পড়েন ইনজুরির কারণে। নিতিশ রানা করেন অধিনায়কত্ব। কিন্তু গৌতম গম্ভীর কেকেআর শিবিরে ফেরার পর আবারও শ্রেয়াসের হাতে অধিনায়কের আর্মব্যান্ড তুলে দেওয়া হলো। নতুন মৌসুমে তার নেতৃত্বেই খেলবে বেগুনি রঙের জার্সিধারীরা।

তবে নিতিশকেও ফেলে দেওয়া হয়নি। শ্রেয়াসের সহকারী করা হয়েছে তাকে।

চলতি বছরের এপ্রিলে পিঠের অস্ত্রোপচার করান শ্রেয়াস। পুরোপুরি সেরে উঠে এশিয়া কাপে খেলেন জাতীয় দলের হয়ে। ওয়ানডে বিশ্বকাপেও খেলেছেন তিনি। ছিলেন দারুণ ফর্মেও।

আর্জেন্টিনার ভক্তদের

'অন্যরকম' বার্তা দিলেন স্কালোনি

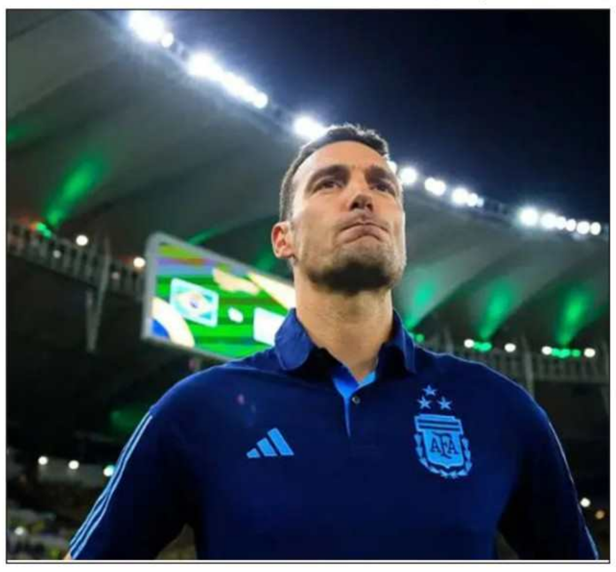

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গত নভেম্বরে ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচের পর নিজের পদত্যাগের আভাস দিয়ে আলোচনা উসকে দেন ৪৬ বছর বয়েসি আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনি। জাতীয় দলে আরও শক্তিশালী একজন কোচ দরকার, এমন মন্তব্যই করেছিলেন বিশ্বকাপ জেতা এই কোচ। এরপর থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের গুঞ্জনই কানে এসেছে। এরপর চলে নানা আলোচনা-গুঞ্জন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নিজের মত কিছুটা বদলেছেন কোচ স্কালোনি। নিজেই জানিয়েছেন তার লম্বা সময় কোচ থাকার বার্তা।

সম্প্রতি উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদ এবং লাৎজিও ম্যাচে হাজির ছিলেন বিশ্বকাপজয়ী কোচ। এরপরই নিজের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেছেন তিনি। ম্যাচশেষে এই কোচ বলেন, 'আমার এবং কোচিং স্টাফের লক্ষ্য আমরা যা অর্জন করেছি, লম্বা সময় ধরে তার প্রমাণ করে যাওয়া।'

মেট্রোপলিটানো স্টেডিয়ামে বসে এই কোচ আরও উল্লেখ করেছিলেন, 'মূল বিষয়টা হচ্ছে, এটা পরখ করে দেখা আমরা যা অর্জন করেছি, সেটার জন্য সত্যিই আমরা যোগ্য কিনা। এখনও আমরা সেখানেই আছি। তাই প্রথম দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত কিছুই পরিবর্তন হয়নি।'

নিজের এমন অবস্থান নিয়ে শিষ্যদের সঙ্গেও কথা বলতে চান এই কোচ, 'আমি এ কারণেই মাদ্রিদে এসেছি। রদ্রিগো ডি পল এবং নাহুয়েল মলিনার সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলব (দু'জনেই অ্যাথলেটিকো মাদ্রিদের খেলোয়াড়)। এছাড়া বড়দিনের ছুটির আগেই মায়ামিতে দলের অধিনায়ক লিওনেল মেসির সঙ্গেও কথা বলতে চান কোচ স্কালোনি। এরপরেই দুজন মিলে যাত্রা করবেন আর্জেন্টিনার রোজারিও শহরে।'

সৌদিই এখন

রোনালদোর সুখের ঠিকানা

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো যখন ইউরোপ ছেড়ে সৌদিতে পাড়ি জমান, তখন অনেকেই এর সমালোচনা করেছিলেন। কেন সেখানে যেতে হবে তাঁকে! সৌদিতে গিয়ে বেশি দিন থাকতে পারবেন না; এমন কত কী! কিন্তু সব সমালোচনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দিব্যি আনন্দে বছর পার করে ফেলছেন সিআর সেভেন।

আর কয়েক দিন পর এই পর্তুগিজ তারকার সৌদি জীবনের এক বছর পূর্ণ হবে। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি দেশটির অন্যতম জায়ান্ট ক্লাব আল নাসরে যোগ দিয়েছিলেন রোনালদো। দেখতে দেখতে বছর শেষ হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে শিরোপা উৎসব করেছেন, গোলের রেকর্ড গড়েছেন। এমনকি দেশের হয়েও দ্যুতি ছড়িয়েছেন। এই তো মঙ্গলবার রাতে কিংস কাপে আল শাবাবের বিপক্ষে গোল করে নতুন মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন তিনি। এক বছরে ক্যারিয়ারের অষ্টমবারের মতো অন্তত ৫০ গোল করলেন রোনালদো। যেখানে আবার তাঁর চেয়ে খানিকটা এগিয়ে মেসি। তিনি এক বছরে ৫০ গোল করেন ৯ বার।

তবে সৌদিতে যাওয়ার পর যে সমালোচকরা তাঁকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা করেছিল, তাদের এখন মুখ লুকানো ছাড়া আর কী বা করার আছে। কারণ রোনালদো তো আছেন বেশ। কেবল ৫০ নয়, এটাকে আরও বাড়াতে চাইছেন তিনি। যেমনটা বলেছেন কিংস কাপে আল শাবাবের ম্যাচের পর ইনস্টাগ্রামে, 'দারুণ এক জয়। ২০২৩ সালে আমি নিজের ৫০ নম্বর গোলের ঘোষণা দিতে পেরে রোমাঞ্চিত।'

সেই সঙ্গে সতীর্থদের ধন্যবাদ দিতেও ভুল করেননি রোনালদো, 'সতীর্থ, সমর্থক আর আমার পরিবারের চমৎকার সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। এ বছর আরও কিছু গোল করার সুযোগ আছে।'

তবে রোনালদো সৌদিতে যাওয়ার পর আরেক তারকা নেইমারও সেদিকে পা বাড়ান। তাঁকে নিয়েও সমালোচনা চলে। যদিও নেইমার এখনও সেভাবে সফলতা পাননি। চোট তাঁকে সেখানেও ধরে ফেলে। যে কারণে লম্বা সময় মাঠের বাইরে আছেন এই ব্রাজিলিয়ান। শুধু নেইমারই নন, আরও কয়েকজন চেনা মুখ সৌদির বিভিন্ন ক্লাবে নাম লিখিয়েছেন। মেসিকেও নেওয়ার চেষ্টা ছিল তাদের। শেষ পর্যন্ত মেসি ইন্টার মায়ামিকে বেছে নেন। মূলত বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন এবং মানবাধিকার নিয়ে বিশ্বে নিজেদের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্যই ক্রীড়া ক্ষেত্রে বরাদ্দ বাড়ায় সৌদি সরকার। তাদের সেই পরিকল্পনাও সফলতার মুখ দেখে। কয়েক দিন আগে ফিফা ২০৩৪ বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে সৌদির নাম ঘোষণা করে। হয়তো রোনালদোর সুখী মুখটা দেখে নতুন বছরে আরও কয়েকজন তারকাকে সৌদিতে উড়িয়ে আনতে পারবে দেশটির ক্লাবগুলো।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR